১। নিলাদ্রী

<u>অপর নামঃ শহীদ সিরাজ লেক</u>

সুনামগঞ্জের টেকেরঘাটে পরিত্যক্ত চুনাপাথর কেয়ারি দিন দিন হয়ে উঠছে ভ্রমন পিপাসুদের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু। প্রতিদিন সারা দেশ থেকে অসংখ্য মানুষ আসেন জায়গাটি ঘুরে দেখতে।অনেকে একে ভালোবেসে নীলাদ্রি নামে ডেকে থাকেন। কেয়ারি – লাইমস্টোন লেক এর অবস্থান সুনামগঞ্জের তাহিরপুর উপজেলার টেকেরঘাটে।

অনেকেই সুনামগঞ্জের টাংগুয়ার হাওর দেখতে যান কিন্তু এর আশেপাশেই অনেক সুন্দর সুন্দর নয়নাভিরাম জায়গা আছে যা যেকোন পর্যটকের মনকে এক মুহূর্তেই ভাল করে দিতে পারে! এমনই একটি যায়গা টেকেরঘাট চুনাপথরের পরিত্যাক্ত খনির এই লাইমস্টোন লেক বা টেকেরঘাট চুনাপাথরের লেক। নিজ চোখে না দেখলে হয় বিশ্বাসই করতে পারবেননা পানির রঙ এতটা নীল আর প্রকৃতির এক মায়াবী রুপ। মাঝের টিলা গুলা আর ওপাড়ের পাহাড়ের নিচের অংশটুকু বাংলাদেশ এর শেষ সিমানা। বড় উচু পাহাড়টিতেই সীমানা কাটা তারের বেড়া দেওয়া আছে। এই লেকটি এক সময় চুনা পাথরের কারখানার কাচামাল চুনা পাথরের সাপ্লাই ভান্ডার ছিল যা এখন বিলীন।

১৯৪০ সালে ছাতক উপজেলায় নির্মাণ করা হয় আসাম বাংলা সিমেন্ট ফ্যাক্টরি। ভারতের মেঘালয় পাহাড় থেকে চুনাপাথর সংগ্রহ করে এর চাহিদা মেটানো হতো। বিভিন্ন সমস্যা ও ব্যয় বৃদ্ধির কারণে ভারত থেকে পাথর সংগ্রহ বন্ধ হয়ে যায়। সে সময় তাহিরপুর উপজেলার সীমান্তে ট্যাকেরঘাটে চুনাপাথরের সন্ধান পায় বিসিআইসি কর্তৃপক্ষ। সেখানে খনিজ প্রকল্পটি চালু করা হয় এবং মাইনিংয়ের

মাধ্যমে পাথর উত্তোলন করা হয়। পরে ১৯৯৬ সালে প্রকল্পটি লোকসানি প্রতিষ্ঠান হওয়ায় কোয়ারী থেকে পাথর উত্তোলন বন্ধ করে দেয় কর্তৃপক্ষ। ভারতের মেঘালয় সীমান্তে দৃষ্টিনন্দন স্থানে এ পাথর কোয়ারিটির অবস্থান হলেও যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে দর্শনার্থীদের কাছে অধরাই থেকে যায় এর সৌন্দর্য। পরে ২০০০ সালে সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে এ লেকটির ছবি প্রকাশ হলে ভ্রমণপিপাসুদের আগ্রহের সৃষ্টি করে। ভ্রমণবিষয়ক একাধিক পেজে দেখা যায়, বাংলার কাশ্মীর, ভূস্বর্গ, নীলাদ্রি লেকসহ ইত্যাদি নামে। এ লেকটির নাম নীলাদ্রি কবে এবং কে দিয়েছেন তার বিস্তারিত কিছুই জানা যায়নি। তবে অনলাইনভিত্তিক ট্রাভেল গ্রুপ বিন্দাসের অ্যাডমিন রেদওয়ান খান দাবি করেন, তিনিই ২০১৩ সালে সর্বপ্রথম এ লেকটির নাম নীলাদ্রি দিয়ে তার ব্যক্তিগত ফেসবুক পেজে একটি পোস্ট দেন। এরপর থেকেই লোকটি নীলাদ্রি নামে পরিচিত। তাহিরপুর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান কামরুজ্জামান কামরুল বলেন, শুধু পর্যটকরাই এ লেকটিকে নীলাদ্রি নামে চেনেন, স্থানীয়রা পাথর কোয়ারিই বলে।

যেভাবে যাবেন

ঢাকা থেকে শ্যামলী/ মামুন/ এনা বাস যায় সুনামগঞ্জ ভাড়া ৫৫০ টাকা। সুনামগঞ্জ থেকে নতুন ব্রীজ পার হয়ে মোটর সাইকেল নিয়ে যেতে হবে। চাইলে টেকেরঘাট পর্যন্ত সরাসরি মোটর সাইকেল রিজার্ভ নিতে পারেন। এক্ষেত্রে ভাড়া ৩০০-৫০০ টাকা নিতে পারে আর মাঝপথে যাদুকাটা নদী পার হতে জনপ্রতি ভাড়া ৫ টাকা আর মোটর সাইকেল এর ভাড়া ২০ টাকা। এছাড়া আপনি সুনামগঞ্জ থেকে

লাউড়ের গড় পযন্ত মোটর সাইকেলে করে যেতে পারেন ভাড়া ২০০ টাকা তারপর যাদুকাটা নদী পাড় হয়ে বারেক টিলা থেকে ১০০ টাকা ভাড়ায় টেকেরঘাট যেতে পারবেন। এখানে উল্লেখিত মোটর সাইকেল এর ভাড়া যেটা উল্লেখ আছে সেটা পুরা বাইকের ভাড়া মানে একটা বাইকে ২ জন যেতে পারবেন। তবে মোটর সাইকেলের ভাড়া আগে দামাদামি করে নিবেন। যতটা সম্ভব কমিয়ে নেওয়াই ভালো।

রুট প্ল্যান – ১

প্রতিদিন ঢাকার সায়েদাবাদ বাসস্ট্যান্ড থেকে মামুন ও শ্যামলী পরিবহণের বাস সরাসরি সুনামগঞ্জের উদ্দেশ্যে ছেড়ে যায় এবং মহাখালী থেকে ছেড়ে যায় এনা পরিবহণের বাস। এসব নন-এসি বাসে জনপ্রতি টিকেট কাটতে ৫৫০ টাকা লাগে আর সুনামগঞ্জ পৌঁছাতে প্রায় ছয় ঘন্টা সময় লাগে। সুনামগঞ্জ শহরের নতুন ব্রীজ এলাকায় টেকেরঘাট যাবার জন্য মোটর সাইকেল ভাড়া পাবেন। রিজার্ভ নিলে মোটরসাইকেল ভাড়া পড়বে ৩০০ থেকে. ৪০০ টাকা পর্যন্ত। যাত্রা পথে যাদুকাটা নদী পার হওয়ার সময় জনপ্রতি ৫ টাকা এবং মোটর সাইকেলের জন্য ১০ টাকা ভাড়া দিতে হবে।

সুনামগঞ্জ (Sunamganj) থেকে মোটর সাইকেলে লাউড়ের গড় পর্যন্ত আসতে ভাড়া লাগবে ২০০ টাকা। সেখান থেকে যাদুকাটা নদী পাড় হয়ে বারিক্কা টিলা থেকে ১২০ টাকা ভাড়ায় টেকেরঘাট যাবার মোটর সাইকেল পাবেন। উল্লেখ্য, মোটরসাইকেল রিজার্ভ কিংবা ভাড়ার ক্ষেত্রে দুইজন ধরা হয়েছে।

রুট প্ল্যান – ২

ঢাকা থেকে হাওর এক্সপ্রেস নামক একটি আন্তঃনগর ট্রেন রাত ১১ টায় নেত্রকোনার মোহনগঞ্জের অভিমুখে যাত্রা করে সকালবেলা মোহনগঞ্জ পৌঁছায়। এই ট্রেনে ২০০ টাকা ভাড়ায় যাওয়া যায়। মোহনগঞ্জ থেকে মধ্যনগর যেতে ১ ঘন্টা সময় লাগে। মধ্যনগর (পিপরা কান্দা ঘাট) থেকে বর্ষাকালে ট্রলার, স্পিডবোট বা নৌকা দিয়ে টেকেরঘাট যাওয়া যায়। আবার নেত্রকোনা থেকেও সরাসরি নৌকা বা ট্রলার ভাড়া করে টেকেরঘাট যাওয়া যায়। তবে শীতকালে নেত্রকোনা থেকে টেকেরঘাট যেতে মোটরসাইকেল ব্যবহৃত হয়।

রুট প্ল্যান – ৩

বর্ষাকালে আপনি ভিন্ন পথেও যেতে পারবেন। সুনামগঞ্জ থেকে টাংগুয়ার হাওর হয়ে টেকেরঘাট যেতে পারবেন নৌকা নিয়ে। সুনামগঞ্জ নেমে সুরমা নদীর উপর নির্মিত বড় ব্রীজের কাছে লেগুনা/ সিএনজি/ বাইক করে তাহিরপুরে সহজেই যাওয়া যায়। তাহিরপুরে নৌকা ঘাট থেকে সাইজ

এবং সামর্থ অনুযায়ী নৌকা ভাড়া করে নিন। নৌকা ভাড়া করুন এইভাবে যে টাংগুয়ার হাওর দেখে টেকেরঘাট যাবেন।

ভ্রমণ পরিকল্পনা

নীলাদ্রী লেক, যাদুকাটা নদী, শিমুল বাগান (Shimul Garden), বারেক টিলা এবং টাঙ্গুয়ার হাওরের দূরত্ব কাছাকাছি হওয়ায় আপনি চাইলে সময় ভাগ করে পছন্দের জায়গাগুলো দেখে ফেলতে পারবেন। সাধারনত বর্ষাকালে টাঙ্গুয়ার হাওর (Tanguar haor) ভ্রমণ বেশি উপভোগ্য তাই বর্ষাকালে টাঙ্গুয়ার হাওর সহ নীলাদ্রী লেক, যাদুকাটা নদী, শিমুল বাগান, বারেক টিলা ভ্রমণ করতে ভ্রমণ গাইডের টাঙ্গুয়ার হাওর ভ্রমণ পরিকল্পনা দেখে নিতে পারেন।

এছাড়া শুকনা মৌসুমে কিংবা একদিনে নীলাদ্রী লেক, যাদুকাটা নদী (Jadukata River), শিমুল বাগান, বারেক টিলা দেখতে চাইলে সুনামগঞ্জ শহর থেকে মোটর বাইক রিজার্ভ নিয়ে বারেক টিলা, যাদুকাটা নদী, শিমুল বাগান হয়ে নীলাদ্রী লেক ঘুরে আবার সুনামগঞ্জ ফিরে আসতে পারবেন। এক্ষেত্রে সিজনভেদে মোটরবাইক ভাড়া লাগবে ৮০০ থেকে ১২০০ টাকা এবং প্রতিটি বাইকে দুইজন ভ্রমণ করতে পারবেন।

অথবা আপনি যদি আলাদাভাবে উল্লেখিত স্থানগুলো ভ্রমণ করতে চান তবে সুনামগঞ্জ থেকে বাইকে ২০০ টাকা ভাড়ায় ১ ঘন্টা ২০ মিনিটে লাউড়ের গড় পৌঁছে ছোট নৌকায় যাদুকাটা নদী পাড় হয়ে সহজেই বারেক/বারিক্কা টিলায় যেতে পারবেন। আর বারেক টিলা থেকেই যাদুকাটা নদীর অপরুপ সৌন্দর্য্য উপভোগ করা যায়। বারেক টিলা থেকে শিমুল বাগান ও নীলাদ্রী লেক যাওয়ার বাইক ভাড়া করতে পারবেন। শিমুল বাগান ও নীলাদ্রী লেক একসাথে ভ্রমণের জন্য বাইক রিজার্ভ করতে ১৫০ থেকে ১৮০ টাকা লাগবে। উল্লেখ্য শিমুল বাগান ও নীলাদ্রী লেক দেখে সুনামগঞ্জ শহরে ফিরে যেতে হলে আবার আপনাকে আবার একই পথে যাত্রা করতে হবে তাই দিনের শুরুতেই ভ্রমণে বের হলে স্বাচ্ছন্দে সবগুলো জায়গা দেখতে পারবেন।

কোথায় থাকবেন

বড়ছড়া বাজারে বেশ কয়েকটি গেস্ট হাউজ। এই সব গেস্ট হাউজে ২০০ থেকে ৪০০ টাকার মধ্যে রুম পাবেন। তাহিরপুর বাজারেও থাকার ব্যবস্থা রয়েছে আর যদি খালি থাকে তবে নীলাদ্রী লেকের কাছে পুরাতন চুনা পাথরের কারখানার গেস্ট হাউজে রাত কাটাতে পারবেন।

কোথায় খাবেন

বারিক্কা টিলাতে সাধারন মানের দেশীয় খাবারের হোটেল রয়েছে। এছাড়া বড়ছড়া বাজার কিংবা যাদুকাটার পাশের টেকেরঘাটের ছোট বাজারে খাবার জন্য মোটামুটি মানের রেস্টুরেন্ট পাবেন। তবে ভাল মানের খাবার হোটেলের জন্য আপনাকে সুনামগঞ্জ শহরে আসতে হবে।

নীলাদ্রি লেক ভ্রমণে জরুরী পরামর্শ

* নীলাদ্রি লেকের গভীরতা অনেক বেশী হওয়ায় লেকের পানিতে নামতে বা সাতার কাটতে লাইফ জ্যাকেট ব্যবহার করুন।

* একদিনে সবগুলো জায়গা দেখতে সময়ের প্রতি যত্নবান হোন।

* কেনাকাটার ক্ষেত্রে দরদাম করে নিন।

* স্থানীয়দের সাথে ভাল ব্যবহার করুন এবং প্রয়োজনে তাদের সাহায্য নিন।

নীলাদ্রি লেকের কাছাকাছি আরো কিছু ভ্রমণের স্থান

– টেকের ঘাট

– বারিক্কা টিলা

– টাঙ্গুয়ার হাওর

– যাদুকাটা নদী

– শিমুল বাগান

– লাকমা ছড়া

– মেঘালয় পাহাড় সাইটসিং

ভিডিওঃ https://www.youtube.com/watch?v=v3m81gisG4A

বিশেষ টিপস

সুনামগঞ্জ নেমে নাস্তা করেই দ্রুত চলে যাবেন নতুন ব্রিজের ওপারে। গিয়ে দেখবেন বাইক আর সিনজি অটো রিক্সার স্ট্যান্ড। বাইকে গেলে প্রতি বাইকে ২ জন যেতে পারবেন। সব থেকে বেটার বাইক সারা দিনের জন্য রিজার্ভ করে নেয়া। কিন্তু ভেংগে ভেংগে গেলে ২০০-১০০ টাকা কম লাগবে। যেহেতু টাইট ট্যুর এটা তাই আমি বলব ২০০-১০০ টাকা বেশি লাগলেও রিজার্ভ করবেন

সব গুলা স্পটের জন্য। কারণ ভেংগে ভেংগে গেলে সময় নষ্ট হবে। সারা দিনের জন্য হায়েস্ট ভাড়া নিবে ১৫০০ প্রতিবাইক। ১৫০০ এর বেশি ১ টাকাও যাইয়েন না। পারলে ৯০০-১০০০ থেকে শুরু করবেন। ওরা আপনাদের সব গুলা স্পটেই ঘুড়ায়ে দেখাবে। শিমুল বাগান (এখন ফুল নেই), যাদুকাটা নদী, বারিক্কা টিলা, নিলাদ্রী লেক। আর শহরে দেখতে পারবেন হাসন রাজার বাড়ি। বাস স্ট্যান্ডের কাছেই। হেটেই যেতে পারবেন। যে কাউকে বললেই দেখায়ে দিবে।

২। যাদুকাটা নদী

নিলাদ্রী যাওয়ার পথে পড়বে

শুকনো মৌসুমে যাদুকাটা নদী

৩। বারেক/বারিক্কা টিলা

৪। শিমুল বাগান